WHS এবং Grand Bargain এর এক বছর: বাংলাদেশের দেশীয় সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া

পরিপূরক ভূমিকা ও কাজের সাধারণ ক্ষেত্র: সার্বভৌম ও জবাবদিহিতা সম্পন্ন সুশীল সমাজ উন্নয়নে প্রয়োজন সমতা ও মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্ব

১. আমরা কারা? কেন এই উদ্যোগ

আমরা বাংলাদেশের দেশীয় ও স্থানীয় কয়েকটি সুশীল সমাজ সংগঠন, যাদের উৎপত্তি দেশের সীমারেখার অভ্যন্তরে এবং দেশীয় ঐতিহ্যকে সম্মুন্নত রেখে নিজ দেশে বিভিন্ন মানবিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছি। এই অবস্থান পত্রে আমরা নিজেদেরকে দেশীয়/স্থানীয় এনজিও (NNGO/LNGO) হিসেবে উল্লেখ করছি, একই সাথে সুশীল সমাজের অংশ হিসেবে বিবেচনা করছি। পরবর্তীতে যেখানে দেশীয় শব্দটি ব্যবহার করা হবে, মনে করতে হবে যে, সেখানে স্থানীয় এনজিওদের কথাটাও অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওর কথাও আলাদাভাবে বলা হয়েছে। আমরা মনে করি, যেসব এনজিও একটির বেশি দেশে কাজ করে, তার উৎপত্তি উন্নত-উন্নয়নশীল বা অনুন্নত যে দেশেই হোক না কেন, বা যেখানেই প্রধান কার্যালয় থাকুক না কেন, সেগুলি সবই আন্তর্জাতিক এনজিও (INGO) এবং একই সাথে তারাও সুশীল সমাজের অংশ।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট (WHS) থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোকে আমরা স্বাগত জানাই। অসহায় ও সংকটে নিপতিত জনগোষ্ঠির চাহিদা পুরণে মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উন্নত করার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় ৫৩টি দাতা সংস্থা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও গ্রান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করেছে। গ্রান্ড বারগেনে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিসমূহ আমাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বলে আমরা মনে করি, যদিও এই প্রক্রিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের স্থানীয় এনজিওদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত।

কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত বা ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকলেও, WHS এবং গ্রান্ড বারগেনের ফলাফলসমূহ তৃণমূলে নিয়ে যেতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে চাই। কারণ আমরা মনে করি, এসকল নীতি এবং এর বাস্তবায়নের মধ্যে এখনও অনেক দূরত্ব রয়েছে যা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশীয় এনজিওদের স্বউদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিকল্প দেখাতে হবে।

আমরা জানি, উন্নত দেশে সুশীল সমাজে প্রতিশ্রুতিশীল আমাদের অনেক সহযোগী রয়েছে। শক্তিশালী একটি সুশীল সমাজ গঠন আমাদের সবার (উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহ) কাজের একটি সাধারণ জায়গা, তাই এই প্রচারণায় অংশগ্রহণ, একমত পোষণ ও সহযোগী হতে আমরা তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাই। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে জাতীয় পর্যায়ে সার্বভৌম এবং জবাবদিহিতামূলক সুশীল সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন সমতা এবং মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্ব। এক্ষেত্রে একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৃতীয় বিশ্বের এবং উন্নত বিশ্বের এনজিওদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। এখানে একে অপরের পরিপূরক হওয়া উচিৎ।

২. আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের নীতি

আমরা বিশ্বাস করি, রাষ্ট্র এবং বাজার ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতার কারণেই সুশীল সমাজ বা এনজিওদের উৎপত্তি, এবং এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক শক্তি হিসেবে সুশীল সমাজ কাজ করে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা (রাজনৈতিক দলসহ) এবং বাজার ব্যবস্থার উপাদানগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে, বিশেষ করে প্রান্তিক এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অনেক চাহিদা পূরণ হয় না। তাই মানুষের

রাষ্ট্র এবং বাজার ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতার কারণেই সুশীল সমাজ বা এনজিওদের উৎপত্তি। রাষ্ট্র, বাজার ব্যবস্থা এবং সুশীল সমাজের মধ্যে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র থাকবে সবার উপর, একটি নিয়ামক শক্তি হিসেবে।

এই প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে রাষ্ট্র, বাজার ব্যবস্থা এবং সুশীল সমাজের মধ্যে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্যই রাষ্ট্র থাকবে সবার উপর, একটি নিয়ামক শক্তি হিসেবে। একটি কল্যাণমুখী এবং পুনর্বণ্টন (Redistributive) ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই তিনটি শক্তির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এই তিনটি শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ এবং পরিপূরক ভূমিকা একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং মানব মর্যাদায় শ্রদ্ধাশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে পারে। আমরা মনে করি, রাষ্ট্র ও বাজার ব্যবস্থার সাথে সুশীল সমাজের সম্মানজনক এবং কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তৃতীয় বিশ্ব এবং উন্নত দেশের সুশীল সমাজ এবং এনজিও একই অবস্থানে আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের জন্য সুশীল সমাজের এই কার্যকর ভূমিকার প্রয়োজনটা বাঞ্ছনীয় এবং জরুরি।

প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র ও বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিতর্ক এখন খুব একটা আর নেই। আমরা যদি উন্নয়ন সহায়তার কার্যকারিতা ও কার্যকর উন্নয়ন (Aid Effectiveness to Development Effectiveness) নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনাগুলো বা সিদ্ধান্ত, যেমন প্যারিস ঘোষণা (২০০৫) থেকে থেকে নাইরোবি ঘোষণা (২০১৬) পর্যালোচনা করি, দেখা যাবে সবক্ষেত্রেই দেশসমূহ এবং জাতিসংঘ সুশীল সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে।

মানবিক কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক আছে। মানবিক কর্মকাণ্ড মানুষের জীবন বাঁচায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করতে চায় যেন এই ধরনের মানবিক সংকট তৈরি হতে না পারে। বর্তমান সময়ে প্রায় সকল এনজিও মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে, আবার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও বাস্তবায়ন করে। কিন্তু রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং এমএসএফ'র মতো সংস্থা, যারা শুধু মানবিক সহায়তা নিয়েই কাজ করে, তাদের এইরূপ কাজেরও গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমাদের উচিৎ দুইটি খাতেই যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আমাদের সবারই লক্ষ্য এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে ভবিষ্যতে আর কোন মানবিক সংকটের উৎপত্তি হবে না, যা আসলে আমাদের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

৩. ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটের (WHS) সময় আমাদের আহ্বান: সমতা এবং মর্যাদাভিত্তিক অংশীদারিত্ব

মে ২০১৫ থেকে Bangladeshi NGOs for WHS ব্যানারে আমরা ২৮টি এনজিও WHS পক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হই (http://coastbd.net/national-consultation-process-for-world-humanitarian-summit-2016-with-bangladesh-national-ngos/), যারা ২০টি জেলায় দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্থানীয় জনগণ, এনজিও কর্মী ও বিভিন্ন দলের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করি। পরবর্তীতে Dushanbe South and Central Asia WHS consultation এর প্রাক্কালে আমরা কয়েকটি দাবি সমৃদ্ধ একটি বিবৃতি তৈরি করি, যার শিরোনাম ছিল "Equal and Dignified Partnership for Sustainable Capacity in Disaster Risk Reduction and Response". (http://coastbd.net/equal-and-dignified-partnership-for-sustainable-capacity-in-disaster-risk-reduction-and-response/). আমরা সেই দাবিগুলোর প্রতি সংহতি প্রকাশ করি। মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত সভা বা কনসালটেশন থেকে মূল যে বিষয়গুলো উঠে এসেছিলে সেগুলো হলো:

ক স্থানীয় এনজিওর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা
খ. স্থানীয় সরকার এবং সরকারের সঙ্গে কাজ করাকে অগ্রাধিকার প্রদান
গ. উপকূলীয় এবং বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য বাঁধ নির্মাণে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ
ঘ. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ প্রতিরোধে সক্ষম কমিউনিটি গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি
ঙ. জাতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশীয় এনজিওর সঙ্গে বিদেশি এনজিওগুলোর কোনও প্রতিযোগিতা না করা
চ. বাংলাদেশের একার পক্ষে দেশটির জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য জাতিসংঘের একটি নতুন প্রটোকল থাকতে হবে।

যার ধারাবাহিকতায় আমরা WHS জেনেভা সভার আগে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে আরেকটি বিবৃতি তথা দাবিপত্র তৈরি করি। ঐ বিবৃতিটির শিরোনাম ছিল "Making Humanitarian and Development Activism Localized and Accountable: 7 Initial Actionable Proposals on Reshaping Aid". (http://coastbd.net/7-initial-actionable-proposals-on-reshaping-aid/) . আমাদের পক্ষ থেকে স্থানীয় পর্যায়ে পর পর বেশ কয়েকটি সভার মাধ্যমে উল্লেখিত ৭টি বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব তুলে আনা হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের একটি সেমিনারের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। জেনেভা কনসালটেশন এবং WHS'র ইস্তানবুল সামিটের (মে ২০১৬) সময় এই বিবৃতিটি ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। বিবৃতিটির মূল কয়েকটি বিষয় ছিল:

ক. অংশীদারিত্বের নীতিমালার নির্দেশক (Indicator for Principle of partnership) তৈরি করা, এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সেগুলো পর্যালোচনা করা।
খ. আর্থিক ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতার (Accounts Ability) তুলনায় জবাবদিহিতার (Accountability) প্রতি অধিক গুরত্ব দেওয়া।
গ. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং হুইসেল ব্লোয়ারদের (Whistle Blower) সুরক্ষার নীতিমালা।
ঘ. সহযোগী সংস্থার জন্য প্রকল্প ব্যয়ের কমপক্ষে ২০% পরিচালন ব্যয় বা Overhead Cost হিসেবে বরাদ্দ রাখা, এই বরাদ্দ শুধু সহযোগী সংস্থার ব্যবস্থাপনার জন্য নয়, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্যও ব্যয় করা হবে।
ঙ. জাতীয় পর্যায়ে সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তহবিল সংগ্রহের কাজ থেকে আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাকে বিরত থাকতে হবে।
চ. দেশীয় এনজিওদের কাছ থেকে মেধা পাচার বন্ধ করতে হবে। একই ধরনের দক্ষতার জন্য একই ধরনের পারিশ্রমিক/বেতন সুবিধা দিতে হবে। অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বেতন-ভাতা সংক্রান্ত বৈষম্যের অবসান হতে হবে।
ছ. অংশীদারিত্বের চুক্তিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Arbitration) এবং যৌথ মূল্যায়ন (Joint Evaluation) ব্যবস্থা রাখা।

এছাড়াও, সমতা ও মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্ব প্রচারণার অংশ হিসেবে "ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভলান্টারি অরগানাইজেশন" (ICVA) এর সহযোগিতায় ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে "Principles of Partnership: Learning and Way Forward" শিরোনামের একটি সেমিনারের অয়োজন করা হয়। সেমিনার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে: http://coastbd.net/principles-of-partnership-learning-and-way-forward/ .

২০১৬ সালের ১৯ আগস্ট আমরা "WHS Outcomes: Experiences of Recent Disaster Response in Bangladesh" প্রতিপাদ্য নিয়ে ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান ডে পালন করি। দিবসটি উদযাপিত হয় মূলত একটি জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের মাধ্যমে যেখানে WHS outcomes, the Grand Bargain and Charter for Change নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেমিনারটির বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে এই লিংকে: http://coastbd.net/whs-nngos-bangladesh/

আর্ন্তজাতিক এনজিওগুলো যখন কোনও নেটওয়ার্ক করতে যাবেন, তখন তার মৌলিক কাজ হবে, আগে বিদ্যমান নেটওয়ার্কগুলোকে সহায়তা ও বিবেচনা করা। প্রকল্পের প্রয়োজনে অতি দ্রুততার সাথে নেটওয়ার্ক করার মানে হলো নিজের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া। সর্বোপরি যদি কোনও নেটওয়ার্ক করতেই হয়, তবে তা করতে হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায়, যাতে পুরো সেক্টরে ভুল বুঝাবুঝি ও দ্বন্দ্বের অবকাশ তৈরি না হয়।

৪. আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল ভূমিকা হওয়া উচিৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সুশীল সমাজকে সহায়তা করা, নিজেরা সরাসরি প্রায়োগিক পর্যায়ে বা অপারেশনাল থাকা নয়

ডব্লিউএইচএস এর একটি বড় ফলাফল হলো স্থানীয়করণ এবং জবাবদিহিতা (Localization and Accountability)। এর মানে হলো দেশীয় পর্যায়ে সুশীল সমাজ বিকাশে সহায়তা করা, যার জন্য প্রয়োজন যথার্থ অংশীদারিত্ব। ২০০৭ সালে এই বিষয়ে একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশীদারিত্বের মুলনীতিগুলো নির্ধারণ করা হয়, এবং তাতে জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, রেড ক্রস- রেড ক্রিসেন্টসহ আরও ৪০টি সংস্থা একমত পোষণ করে। (https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment). ঐ নীতিমালাগুলো হলো: সমতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্ব এবং পরিপূরক ভূমিকা (Responsibility and Complementarity). কিন্তু নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনও উদ্যোগ বা ফলোআপ ছিল না।

আইএনজিওসহ জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের উচিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দেশীয় পর্যায়ে সুশীল সমাজের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা এবং সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে সরে আসা। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনার প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি সেগুলো হলো: ১) আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের অংশীদারিত্ব নীতিমালা তৈরি করতে হবে। উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে এর বাস্তবায়ন করতে হবে, ২) এই বিষয়ে সকল পক্ষের স্পষ্ট আচরণ বিধি থাকতে হবে, ৩) অংশীদারিত্বের নীতিমালা এবং আচরণবিধি প্রতি দুই বছর পর পর উন্মুক্ত পর্যালোচনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে, ৪) নিচের দিকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে (যেমন: তথ্য প্রকাশ নীতিমালা, অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা, সুবিধাভোগী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের জন্য হুইশেল ব্লোয়িং নীতিমালা ইত্যাদি), এবং ৫) দেশীয় এনজিওদের মধ্যে চাহিদা সম্বন্ধে সচেতনতা ও দক্ষতা তৈরির জন্য বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে করে তারা বিদ্যমান "সাব কন্ট্রাক্ট" ও "পেট্রন ক্লায়েন্ট" সম্পর্কের অবসানের জন্য "নেগোসিয়েট" করতে পারে।

আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে এটা যাচাই করে দেখতে হবে, কেন তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সরাসরি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হচ্ছে? তাদের জানা থাকা উচিত যে, এখানে তাদের কর্মকাণ্ড টেকসই হতে পারছে কি না তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রগুলো ছাড়া দেশীয় ক্ষেত্রে তাদের তাদের অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু পায় ক্ষেত্র বিশেষে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ এবং তাদের পরিচালন ব্যয় তুলনামূলক বেশি।

৫. দেশীয় এনজিওদের সঙ্গে নীতি (principle) এবং মানসম্মত (criteria based) অংশীদারিত্ব: সেক্টরে ব্যাপকভাবে স্বচ্ছ ও সুষম প্রতিযোগিতা তৈরির জন্য সর্বোচ্চ অন্তর্ভুক্তি (inclusiveness) এবং সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে

ডব্লিউএইচএস এবং গ্রান্ড বারগেনের ফলাফলকে শুধু প্রত্যক্ষ অর্থায়ন বা স্থানীয় এনজিওদেরকে অর্থায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হবে না। এর উদ্দেশ্য দেশীয় এনজিওদেরকে তার কমিউনিটির কাছে দায়বদ্ধ করা, উন্নয়ন এবং মানবিক কর্মকাণ্ডের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা এবং জনগণের সম্পদের প্রতি রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ হতে ইতিবাচকভাবে সহায়তা করা। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করেই আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনগুলোর অংশীদারিত্বের নীতিমালা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে যা বিবেচনা করা উচিৎ: ১) দেশীয় এনজিওকে শুধু বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকর করলেই হবে না, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রমেও সম্পৃক্ত হতে হবে ২) দেশীয় এনজিওর একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতা কাঠামো থাকতে হবে, যা সক্রিয়, নিয়মিত এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব (conflict of interest) মুক্ত ৩) প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য এবং নিজের স্থায়িত্বের জন্য সম্পদ সংগ্রহে দেশীয় এনজিওকে তৎপর থাকতে হবে। সহযোগী সংস্থা বাছাই প্রক্রিয়াকে হতে হবে স্বচ্ছ এবং প্রয়োজনীয় ও প্রতিশ্রুতিশীল কার্যক্রমের বিবেচনায় প্রতিযোগিতামূলক।

৬. যদি কোনও নেটওয়ার্ক করতে হয়, পূর্বাহ্নে বিবেচনা করতে হবে বিদ্যমান নেটওয়ার্কগুলোকেই

আর্ন্তজাতিক এনজিওগুলো যখন কোনও নেটওয়ার্ক করতে যাবেন, তখন তার মৌলিক কাজ হবে, আগে বিদ্যমান নেটওয়ার্কগুলোকে সহায়তা ও বিবেচনা করা। এবং এটা করতে হলে দীর্ঘমেয়াদে ঐ নেটওয়ার্ক কিভাবে চলতে পারে, তা ভাবতে হবে এবং নির্দিষ্ট করতে হবে। প্রকল্পের প্রয়োজনে অতি দ্রততার সাথে নেটওয়ার্ক করার মানে হলো শুধু কাজ করার জন্যই করা। । সর্বোপরি যদি কোনও নেটওয়ার্ক করতেই হয়, তবে তা করতে হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায়

আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ড টেকসই হতে পারছে কি না তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তাদের পরিচালন ব্যয় তুলনামূলক বেশি।

(Transparent and inclusive). যাতে সেক্টরে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ তৈরি না হয়।

৭. মানবতা এবং বৈশ্বিক দায়িত্বের De-globalization এর বিরুদ্ধে নিজেদের দেশে এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক এনজিওদেরকে প্রচারাভিযান চালাতে হবে

ধনী দেশগুলোর বেশির ভাগ এনজিওই গড়ে উঠেছে সেই দেশের ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ের অর্থায়ন থেকে। এই অর্থায়নের পিছনে মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা কাজ করেছিল সেটি হলো–বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে সকলকেই বিশ্বের সংকট মোকাবেলায় দায়িত্ব নেওয়া। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থ সাহায্য বেড়ে যাওয়ায়, বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক এনজিও সেই ধনী দেশগুলোর আরোপিত বিভিন্ন শর্ত পালনে ব্যস্ত হয়ে গেছে, এবং তারা কেবল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে। বিশ্ব জুড়ে উদ্বাস্তু (migrants), অন্য সম্বন্ধে অহেতুক ভয় এবং সংরক্ষণবাদের এই সময়ে, উন্নয়ন সহায়তার কাঠামো বিষয়ে আন্তর্জাতিক এনজিওদের বর্তমান ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। মানবতা এবং দায়িত্বের ব্যাপারে ধনী দেশগুলোতে বিশ্বায়ন বিষয়ে যে নেতিবাচক মনোভাব বিরাজ করছে তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর উন্নয়ন শিক্ষা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিৎ। আমরা সবাই এই পৃথিবীতে বাস করি, আমরা বৈশ্বিক নাগরিক, এই পৃথিবীকে আমাদের বাঁচাতে হবে, আমাদেরকে সম্পদ ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিতে হবে–এই ধারণা বা বোধকে তুলে ধরার জন্য আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে কাজ করতে হবে। আমরা সে কাজে সাহায্য করবো বৈকি।

৮. স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা না করে নগদ অর্থায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: তৃতীয় বিশ্বে সুশীল সমাজ উন্নয়ন এবং স্থানীয়ভাবে সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে

গ্রান্ড বারগেন মানবিক কর্মকাণ্ড (humanitarian architecture) সম্পর্কিত পরিবর্তনশীল (transformative) এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে ১০টি কর্মপ্রবাহ সামনে নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণের মতো কর্মসূচিও আছে। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কিছু কিছু দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো ইতোমধ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। আমাদের ধারণা, মানবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত সেক্টরে বাজার এবং ব্যক্তি খাতকে নিয়ে আসার এটি একটি প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাই, কিন্তু এটাকে সরলীকরণ করা বা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্থানীয় অবস্থার ভিন্নতাকে বিবেচনা করতে হবে, অর্থাৎ ১) এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে বাজার খুব কমই সহজলভ্য এবং সক্রিয়, এমনকি কখনও কখনও বাজার কাজ করলেও, সংকটকালীন সময়ে এটি ব্যয়বহুল হয়ে উঠে, ২) পানি, পয়নিষ্কাশন, স্যানিটেশনের মতো সমাজের সম্মিলিত জীবন জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু অপরিহার্য অবকাঠামো আছে, সরকারের উপস্থিতি না থাকলেও বা সরকার প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দিতে না পারলেও এগুলো স্থানীয় জনগণ তাদের উদ্যোগে ব্যবস্থাপনা করে থাকে, ৩) নগদ অর্থ সহায়তার প্রবণতা দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের মধ্যে নিজের পাঁয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টার বদলে নগদ অর্থ প্রাপ্তির উপর নির্ভরতায় অনুপ্রাণিত করে, ৪) যখন কোন এনজিও/সুশীল সমাজ সংগঠনের মাধ্যমে নগদ অর্থ প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তখন ঐ এনজিও/সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এনজিও/সুশীল সমাজ সংগঠনকে টিকে থাকতে হবে কারণ রাষ্ট্র ও বাজার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে মানবিক সংকটে দ্রুত এবং প্রথম দিকে সাড়া প্রদানকারী হিসেবেই তাদের উৎপত্তি।

বাংলাদেশে নগদ অর্থ কর্মসূচির ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, যেমন: ১) বেশির ভাগ সময়ই নগদ অর্থ সাহায্য যায় পরিবারের প্রধানের কাছে। বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার প্রধান থাকেন পুরুষ, যারা সেই অর্থ ব্যয় করার সময় পরিবারের নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের কথা কমই ভাবে, ২) নগদ সহায়তা গ্রহণকারী নিজের প্রয়োজনটাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কমিউনিটির প্রয়োজন, বিশেষ করে কোনও কমিউনিটি অবকাঠামো সংস্কারের কথা সে বিবেচনা করে না। এমতাবস্থায় দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে স্থানীয় অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া বা সরলীকরণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

৯. আত্মসম্মান এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিতে হবে: সক্ষমতার মান হতে হবে দেশীয় পরিস্থিতি নির্ভর, আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতার (accounts-ability) তুলনায় জবাবদিহিতাকে (accountability) প্রাধান্য দিতে হবে

এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত কথা হলো সক্ষমতা উন্নয়ন, মনে হয় এই প্রক্রিয়া কখনও শেষ হবার নয়। আমরা সক্ষমতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছি না। আন্তর্জাতিক এনজিওদের সামনে সময় এসেছে দেশীয় এনজিও/সুশীল সমাজ সংগঠনের মধ্যে সমতা ও মর্যাদাভিত্তিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আত্মসম্মান এবং আত্ম উন্নয়নের বোধকে জাগ্রত করার, সক্ষমতার উন্নয়ন পরের বিষয়।

সর্বোপরি আমাদেরকে সক্ষমতা নিরূপণ করতে হবে স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে। উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন কোন কর্মীর, বা ধনী দেশগুলোর সমাজ ব্যবস্থায় যে সক্ষমতা, একই সক্ষমতা তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের কম বেতন পাওয়া, কম মেধা সম্পন্ন কর্মীর কাছ থেকে আশা করা উচিৎ নয়। আমরা মনে করি, দেশীয় এনজিওদের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা তৈরি করা গেলে, আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সকল ধরনের দক্ষতা চলে আসবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিদ্যমান সক্ষমতার ভিত্তিতে সক্ষমতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে।

১০. স্থানীয়করণ মানে হলো স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ: জাতীয় তহবিল (National pool fund) দেশীয় এনজিওর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কোন Fundmediary বা Intermediary নতুন প্রতিষ্ঠানের অবতারণা দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে প্রশ্ন সাপেক্ষ

মানবিক সংকটজনিত পরিস্থিতিতে বা উন্নয়ন প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যবস্থাপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় তহবিল তৈরিতে দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের মধ্যে একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এটি একদিকে যেমন পরিচালন ব্যয় কমায়, তেমনি স্থানীয় নেতৃত্ব/কণ্ঠস্বর তুলে ধরা ও স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তৃতীয়

বিশ্বের অনেক দেশে এই ধরনের প্রচেষ্টার অনেক সফল উদাহরণ আছে।

মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয় ও বৈশ্বিক সম্মিলিত তহবিল (National and Global pool fund) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক এনজিওগুলো ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ দেশীয় এনজিওদের মাধ্যমে করার জন্য দাতা সংস্থা এবং আইএনজিওদের পুনরায় উদ্যোগ নিতে হবে। অথবা এক্ষেত্রে উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শুধুমাত্র দেশীয় এনজিওদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে। Fundmediary বা Intermediary যেমনটি কাম্য নয়, তেমনি এটি দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বশীলতার প্রশ্নে বিতর্কিত বৈকি।

১১. স্থানীয় এলাকায় বা লোকালয়ে দেশীয় বা স্থানীয় এনজিও, যার উৎপত্তি উক্ত এলাকায়, এবং যার নেতৃত্ব উক্ত এলাকা থেকে এসেছে, প্রকল্প প্রদানের ক্ষেত্রে ঐ ধরনের এনজিওকেই গুরুত্ব দিতে হবে

স্থানীয় এনজিও বলতে আমরা সেই এনজিওকেই বুঝি যে এনজিওর এবং যার নেতৃত্বের উৎপত্তি উক্ত এলাকা বা জেলা থেকেই। অনেক দেশীয় এনজিও আছে যার বিস্তৃতি ঘটলেও তার উৎপত্তি ও নেতৃত্বের জন্ম একটা এলাকাতেই। স্থায়িত্বশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের জন্য এ ধরনের স্থানে স্থানীয়/দেশীয় এনজিওকে সক্ষমতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। কোন ভাবেই দাতা সংস্থা ও আইএনজিও কর্তৃক উক্ত এলাকাতে এই দুই ধরনের এনজিওর বাইরে অন্য কোন এনজিওকে আমদানি করে কাজ করানো ঠিক নয়। এটা সেক্টরে যেমন ভুল বুঝাবুঝির তৈরি করে, পাশাপাশি দীঘমেয়াদী প্রভাব ও স্থায়িত্বশীলতার অবকাশ নষ্ট করে।

আমাদের দেখতে হবে: ১) কোন দেশীয় এনজিও সবার আগে রেসপন্স বা সাড়া দিয়েছে, ২) কোন এনজিওর এবং তার নেতৃত্বের উৎপত্তি এই এলাকাতে, ৩) কোনও দেশীয় এনজিও এই এলাকাতে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে স্থায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করছে, ৪) আমদানি করা এনজিওদের দিয়ে আর কাজ নয়। আগে থেকে পার্টনারশিপ ছিল সেই অজুহাতের চাইতে উপরোক্ত শর্তগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এলাকাভেদে স্থায়িত্বশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মৌলিক প্রশ্ন।

১২. দুর্নীতির স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনা করতে হবে, ভয় দেখিয়ে জয় করা যাবে না। দেশীয় এনজিওর অভিযোগ ব্যবস্থাপনাকে আগে কাজ করতে দিতে হবে

দাতা সংস্থা, আইএনজিওদের দুর্নীতি নিয়ে যে শংকা থাকে, আমরা তাকে সম্মান জানাই। কিন্তু দুর্নীতিকে স্থানীয় প্রেক্ষিত থেকে এবং সক্ষমতার প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করতে হবে। যেমন প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে কোন ক্রয় বা বিক্রয় রশিদ পাওয়া যায় না, সেখানে রশিদ না পাওয়া যাওয়াকে যদি দুর্নীতি হিসেবে গণ্য করা হয়, তা কি ঠিক হবে? একই ভাবে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতো আমরা বাংলাদেশীরাও একটি নিরাপত্তাহীন সমাজে বসবাস করি, যেখানে কোনও পর্যায়ে কেউ যদি দুর্নীতি করে তার জন্য পুরো সংগঠন ও নেতৃত্বকে দায়ী করা বা অভিযুক্ত করাও কতটুকু যৌক্তিক তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

দুর্নীতি দমন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আগে উক্ত দেশীয় এনজিওর ব্যবস্থাপনাকে কাজ করতে দিতে হবে, এবং সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। ধরা পড়লেই সম্পর্ক শেষ করা, সংগঠনকে সামাজিকভাবে দুর্নামযুক্ত করার মানসিকতা কতটুকু যথার্থ তা বিশ্লেষণ করতে হবে। কিছু কিছু আইএনজিও-গুটি কয়েক কর্মীরা রয়েছেন, যারা এই কাজটা করে এটি দেখিয়ে দিতে চান যে, আসলে দেশীয় এনজিওদের দ্বারা কিছুই হবে না। তারা মূলত এভাবে সক্ষমতার স্থানীয়করণ চান কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা নং ৫, ৮ এবং ১৩ বাস্তবায়ন প্রণিধানযোগ্য।

১৩. আমাদের সবার (ইউএন সংস্থা, আইএনজিও, এনএনজিও ও এলএনজিও) WHS ও Grand Bargain এর আলোকে সাম্প্রতি সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু, মোরা ও হাওর এর বন্যা পরবর্তী পরিচালিত মানবিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলিত পর্যালোচনা করা উচিৎ। অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি অর্থের অপচয়ের নামান্তর

২০১৩ থেকে WHS ও Grand Bargain আলোচনা শুরু হয়। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে আমরা বেশ কয়েকটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু, মোরা এবং হাওরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য কর্মকাণ্ড উল্লেখ্যযোগ্য। এই কর্মকাণ্ডের একটা পর্যালোচনা হওয়া দরকার। এ পর্যালোচনা বাইরের পরামর্শক দিয়ে নয় বরং একটি স্বচ্ছ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া উচিত। বিশেষ করে স্থানীয় জনগণ এবং দেশীয় এনজিওদের এই পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ফলে পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি শুধু একটি প্রতিবেদনই হবে না বরং এটা এমন একটি প্রক্রিয়া হবে, যেখানে প্রত্যেকের অনুধাবন ও শিখন থেকে আমরা WHS ও Grand Bargain আবেদনকে নতুনভাবে বুঝতে পারবো এবং ভবিষ্যতে আমরা কী করতে পারি, তা আমরা নির্ধারণ করবো।

১৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ: এই ধরনের মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান (Core Humanitarian Standard-CHS) এবং এর সার্টিফিকেশন এক্ষেত্রে সহজ কৌশল হতে পারে, স্বল্প খরচে দেশীয় প্রক্রিয়া কি আমরা দাঁড় করাতে পারি না?

স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দেশীয় এনজিওদের একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাদের উচিত যাদের জন্য কাজ করা

দুর্নীতিকে স্থানীয় প্রেক্ষিত থেকে এবং সক্ষমতার প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করতে হবে। দুর্নীতি দমন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আগে উক্ত দেশীয় এনজিওর ব্যবস্থাপনাকে কাজ করতে দিতে হবে, এবং সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। ধরা পড়লেই সম্পর্ক শেষ করার, সংগঠনকে সামাজিকভাবে দুর্নামযুক্ত করার মানসিকতা কতটুকু যথার্থ তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

হয়, তাদের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা চর্চায় নিয়ে আসা, সংস্থায় গুণগত ব্যবস্থাপনা চালু রাখা এবং সর্বক্ষেত্রে সুশাসন চর্চা নিশ্চিত করা। এর ফলে দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, আইএনজিওসহ অন্যান্যরা তাদের সাথে কাজ করতে আস্থা পাবে।
যে উদ্দেশ্যে দাতা সংস্থা, আইএনজিওসহ সকলে মিলে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় Core Humanitarian Standard-CHS বা মানবিক কর্মকাণ্ডে মূল আদর্শমান তৈরি করেছে (যা হ্যাপ, পিপল ইন এইড এবং স্ফিয়ার মানের একত্রিকরণে মধ্য দিয়ে এসেছে)। CHS Alliance (www.chsalliance.org) বৈশ্বিকভাবে এই আদর্শমান প্রচলনের ক্ষেত্রে একটি নেটওয়ার্ক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে CHS Alliance এর সদস্য সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থাসহ অনেক দাতা সংস্থা এই আদর্শমানকে মানবিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে করছে।

CHS এর আলোকে এই আদর্শমান বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যা অন্য একটা সংস্থা নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। Humanitarian Quality Assurence Intiative (www.hqai.org) এই নীরিক্ষা কাজ করে থাকে। বাংলাদেশী এনজিওদের অনেকে CHS Alliance এর সদস্য হয়েছে। তবে বাংলাদেশের একটি মাত্র এনজিও, যা পর পর দুইবার জবাবদিহিতা ও গুণগত ব্যবস্থাপনা চর্চায় হ্যাপ সার্টিফিকেট পেয়েছে, সেটি HQAI এর মাধ্যমে CHS সার্টিফিকেশন অডিট প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সার্টিফিকেশনের এই পক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল। স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর জন্য এত খরচ দিয়ে অডিট করানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং কারো কারো জন্য এটি করা সম্ভব হবে না। কাজেই সংশ্লিষ্ট সকলের উচিৎ একত্রিত হয়ে দেশীয়ভাবে অডিট করে সংস্থাসমূহকে এই সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা। দেশীয় এনজিওদের একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে এ ব্যবস্থাপনার অবতারণা করতে চেষ্টা করা উচিৎ। এবিষয়ে বৈশ্বিক স্বীকৃতি আদায় এবং দেশীয়দের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, আইএনজিও এবং অন্যান্যদের সহযোগিতা করতে হবে।

১৫. জবাবদিহিতা চর্চা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মধ্যদিয়ে দেশীয় এনজিওদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে

বাংলাদেশের দেশীয় এনজিওদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হবে এবং তাদের ভূমিকা সেই অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এজন্য তাদেরকে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে: ১) শুধুমাত্র মানবিক সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন সেবা প্রদানই নয়, যেহেতু আমরা আমাদের কার্যক্রমকে অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমন্বিত করতে চাই, তাই আমাদেরকে অধিপরামর্শও করতে হবে, যার অর্থ হলো রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলোতে মানুষের কাছে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক ও দায়বদ্ধ হতে সহায়তা করা, ২) আমাদেরকে দেশপ্রেম নিয়েই আন্তর্জাতিক হতে হবে। মানুষের কথাগুলো স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে, কারণ এসব পর্যায়েই বিভিন্ন ধরনের নীতি গৃহীত হয়, ৩) আমাদেরকে সমমনা এবং সমপর্যায়ে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি জবাবদিহি করতে হবে নিচের দিকেও। সমাজের প্রতি, কমিউনিটির প্রতি আমাদেরকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের একটি সক্রিয় জবাবদিহি কাঠামো থাকতে হবে, যেখানে কোনও স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of Interest) থাকবে না ৪) জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে একটি ঐক্য তৈরি কঠিন হলেও, সমন্বয় সাধন বা সুসম্পর্ক স্থাপনের সংস্কৃতি থাকতে হবে (একজন আরেকজনকে আমন্ত্রণ জানানো, একজনের অনুষ্ঠানে অন্যজনের অংশগ্রহণ, তথ্য বিনিময় ইত্যাদি), ৫) নীতি এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য সরকার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সমাজের যত পরিবর্তন তা তারাই করতে পারেন, তারা ঐতিহাসিকভাবে তা করেছেনও ৬) খরচের একটি স্বচ্ছ এবং নিয়ম ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে গরিব মানুষের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে, অর্থের প্রকৃত মূল্যায়ন করা যায়। আমাদের দর্শন হবে– আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করি, মুনাফা অর্জন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ৭) স্থায়িত্বশীলতার কিছু নির্দেশক তৈরি করতে হবে, যাতে করে প্রয়োজনে আমাদের নিজেদের সম্পদ নিয়েই সংকটে দ্রুত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, ৮) সরকারের সঙ্গে অধিপরামর্শ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সরকার তার সম্পদ নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, আমরা যেন ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভরতার অবসান করতে পারি।

১৬. আমাদের এই প্রচারাভিযান দেশব্যাপী, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। আমাদের এই প্রত্যাশাসমূহ সময়ে সময়ে সংশোধন ও সমৃদ্ধ হবে

বিগত ৪ মাস ধরে অনেকগুলো যোগাযোগ ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের এই প্রত্যাশাসমূহ একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় ২৮টি দেশীয় এনজিওর দ্বারা প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়েছে। আগামী ১৯ আগস্ট ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান ডে-তে ঢাকায় একটি মুক্ত আলোচনা সভার মাধ্যমে দাতা সংস্থা, আইএনজিও ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারকদের সামনে এটা আমরা উপস্থাপন করবো। এরপর আমরা নিদেনপক্ষে প্রতিটি বিভাগে যাবো, পারলে সব জেলায়।

যেখানে আমরা উন্নয়ন কার্যকারিতা, ডব্লিউএইচএস ও গ্রান্ড বারগেন এর আলোচনা করবো, সেখানে এই প্রত্যাশাসমূহও হালনাগাদ করবো। সর্বোপরি আমরা আমাদের দায়বদ্ধতার সনদ (চার্টার) ও তা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ চিহ্নিত করবো, যা ২০১৭ এর শেষ দিকে বা ২০১৮ সালের প্রথম দিকে একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করবো। আমরা সবাইকে, বিশেষ করে সরকার, দাতা সংস্থা ও আইএনজিও বন্ধুদের সহযোগী হিসেবে পেতে চাই।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: কোস্ট ট্রাস্ট/ ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
শওকত আলী টুটুল (মোবাইল: ০১৭১৩১৪৪১৭৭), মো. মজিবুল হক মনির (মোবাইল ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮)